কবিতা-বল্লরী

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ দত্ত

কবিতা-বল্লরী

——0*0——

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

"Yes : a poet: for of all writers he has the best chance for immortality. Others may write from the head, but he writes from the heart, and the heart will always understand him. * * * His writings, therefore, contain the spirit, the aroma, if I may use the phrases, of the age in which he lives. They are caskets which enclose within a small compass the wealth of the language—its family jewels, which are thus transmitted in a portable form to posterity."

Washington Irving's *Mutability of Literature.*

শ্রীমহাদেব কাব্যতীর্থ দ্বারা প্রকাশিত

কলিকাতা

[illegible]নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

"বিশ্বকোষ-প্রেস"

এ, বসু এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত

১৩১০ সাল

মূল্য ৸০ আনা।

উৎসর্গ-পত্র

শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পূজ্যপাদেষু

অগ্রজ-ভ্রাতার মত, যে স্নেহশৃঙ্খলে তাত !
বাঁধিয়াছ, তার শোধে কিবা দিব আর !
ভক্তি বিনা কিবা আছে ভাণ্ডারে আমার ?
ভগবদ্‌বচন এই, ভক্তিভাবে পূজিলেই
সে ব্রহ্মাণ্ডপতি তুষ্ট পত্র-পুষ্প তোয়ে।
ভক্তির ভিখারী ঈশ, চাহে না ঐশ্বর্য্যলেশ,
ধনেশ দাঁড়ায় দূরে থাকি একপায়ে।
বুধবনশিরোরুহ হে বিপুল মহীরুহ !
রোপিনু বেষ্টিয়া তাই চরণে তোমারি ;
যতনে এ সুকোমলা "কবিতা-বল্লরী"।
তব স্নিগ্ধছায়া-দানে, স্নেহ-হিম-বরিষণে
বর্দ্ধিতা হইয়া, নবপল্লব প্রসূনে
পূজে যেন দিবানিশি ও চারুচরণে।
যাচি এই করপুটি, ক্ষমিয়া সহস্র ত্রুটী,
স্নেহের তরঙ্গে প্লাবি হৃদয়-বেলায়,
স্মিতমুখে লও দেব ! দরিদ্র-পূজায় ॥

হাতুয়া রাজধানী,
খৃঃ——১৯০৪ ।

প্রণতঃ—
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ দত্ত ।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

কবিতা-বল্লরী।

হর-পার্ব্বতী স্তোত্র।

(জয়দেবের "শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল" সুরে)

ধৃত-গিরিজাতনু-অর্দ্ধক　　শ্রিতসাধক হে
জ্বলিত নয়ন ধক ধক্　　হর হর শম্ভু শিবে। (১)

ভুজগফণামণিভূষণ　　মুখভীষণ হে
ভস্মবিভূষণ অঙ্গ　　হর হর শম্ভু শিবে। (২)

স্থিরকমলাসনবন্ধক　　মুখপঙ্কক হে
ভ্রুকুটিমগন দুই নেত্র　　হর হর শম্ভু শিবে। (৩)

মদনদমন নয়নাজ্ঞ　　অমরাজর হে
গঙ্গগিরিজকরকণ্ঠ　　হর হর শম্ভু শিবে। (৪)

লয়কৃতকাণ্ডসুতাণ্ডব　　গুরু-পাণ্ডব হে
শিরজটা বিধুখণ্ড　　হর হর শম্ভু শিবে। (৫)

ত্রিদিবজিতান্ধকশাস্তক ত্রিপুরান্তক হে
ত্রিদুঃখতরণ-পদপোত হর হর শম্ভু শিবে। (৬)

গলিতগজাজিনধারণ গুণকারণ হে
স্বগণ সহিত গণনাথ হর হর শম্ভু শিবে। (৭)

হতমখদক্ষবিনাশন গরলাশন হে
ধবলককুদবৃষযান হর হর শম্ভু শিবে। (৮)

ধৃতচতুরাননমস্তক অহিমস্তক হে
অস্তকঅস্তকতাপ হর হর শম্ভু শিবে। (৯)

ভবজননীভিখযাচক গণমোদক হে
ভবভয়হরণ পিনাক হর হর শম্ভু শিবে। (১০)

ডিমি ডিমি ডমরুবাদক "ব্যোম" নাদক হে
ডগমগপদভর নাক হর হর শম্ভু শিবে। (১১)

চারু চরণে প্রণমে স্তুত শুধু যাচত হে
রহিব সতত এক সাথ হর হর শম্ভু শিবে। (১২)

শরৎ-শশী।

(সংস্কৃত উপজাতি ছন্দে রচিত)

(১)

নীলাম্বরে সগ্রহতারহারে
চকোরকে ঢালি সুধারধারে।
হেমে ধরামণ্ডি উদে সুধীরে
রাকাশশী হাঁসি শরন্নিশীথে॥

(২)

শোভে নগেন্দ্রে বনরাজিলগ্ন—
অর্দ্ধাঙ্গ, অর্দ্ধেককলানিমগ্ন।
জ্বলজ্জটাজূটসমাধিমগ্ন
ঈশান যেন স্থিতচন্দ্রনাথে॥

(৩)

স্বচ্ছস্বতন্ত্রপ্রতিবিম্ব নাচে
প্রত্যেক গঙ্গার তরঙ্গ ভাঁজে।
অনেকগোপীপৃথুবক্ষমাঝে
যেনৈক কৃষ্ণ প্রতিমা বিরাজে॥

(৪)

উদ্যানপুষ্পাসবপানতৃষ্ণ
রোলে অলী মন্মথচাপকৃষ্ণ ।
মরুৎ লয়ে গন্ধ বহে অনুষ্ণ
দ্রুমাবলী দন্তপুষ্পে বিকাশে ॥

(৫)

কুঞ্জে পতত্রি স্মৃতি নাহি রাত্রি
নির্ভীতিমার্গে চলিছে সুযাত্রি ।
ডাকে রথাঙ্গে বিরহে নিজ স্ত্রী
তড়াগতীরে রহি অন্য পাশে ॥

(৬)

মুগ্ধালতা নূতন পর্ণনাড়ি,
ত্রপপ্রকম্পা ফুলগন্ধ ছাড়ি,
বারে সমীরে সহসা প্রগাঢ়ি
আশ্লেষণে, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ি ॥

(৭)

বিধৌতপাদে সিত সৌধ ছাদে
ভ্রমে সুজায়া-পতি ধীরপাদে,

প্রিয়ামুখে বিম্বিত দেখি চাঁদে
চুম্বি সুধাপানে দেবত্ব সাধে ॥

(৮)

আঙ্গল্য বালা দয়িতের সাথে
ফিরে সবে, নিস্ফুট "ফুটপাথে,"
কর্ণে পিয়ে বল্লভ প্রেমধারে
আরক্তগণ্ডে শ্বসিছে পৃথুরেঃ ॥

(৯)

নদীতটে সৈকত ভূমি ভাসে,
তরঙ্গিণী যেন, পসারি বাসে
আছে ঘুমায়ে, হই বীতলজ্জা
তরঙ্গবক্ষোজ-বিশোভি-শয্যা ॥

(১০)

ঐ শুভ্রমেঘে তুষারধারে
দিগাঙ্গনা যেন খগঙ্গনীরে
ধুয়ে লয়ে প্রস্ফুট পুষ্পসারে
পূজে শশীপাদ পরাণ পূরে ॥

(১১)

যোগী সমাধিস্থিত হেরি ইন্দু।
তরঙ্গ ভঙ্গে ছুটি ধায় সিন্ধু।
মৃণালিনী ঐ কুমুদের বন্ধু
দেখে মুখে ঢাকি মৃণাল নাড়ে॥

(১২)

উধায় ধাবে মিলিতে স্বনাথে
কলিন্দবালা কালোর্ম্মি মাথে।
রাকাশশী হাঁসি শরন্নিশীথে
কাহার নাহি মনঃ প্রাণ কাড়ে?

স্বদেশ-বর্ণন।

"Breathes there a man with soul so dead,
Who ne'er to himself hath said,
This is my own my native land!"—Scott.

(১)

ভাসি ভাগীরথী জলে, মরি কিবা রূপে জ্বলে
সুরম্যা ফরাসিপুরী ঝলসিয়া দিক্
উড়ায়ে নিশান বায়, জাহ্নবী কল্লোলে গায়
সাম্য স্বাধীনতা গীতি "ভিভ্‌লা রিপবলিক্"।

(২)

পূর্ণিমাচন্দ্রিকাধৌত, হর্ম্ম্যাবলি তট, পথ
কিন্নর কিন্নরী কত বিহরিছে তায়।
কেহ বা দ্বিচক্র গাড়ী, তীরবেগে যায় চড়ি।
কেহ ছাড়ি রূপে গন্ধে দিগন্ত মাতায়॥
গির্জ্জাঘণ্টা মৃদুস্বনে, রমণীর কণ্ঠসনে
গাইছে মেরীর স্তুত গীত বাজনায়।
ভেদিয়ে স্ফটিকাধার, রক্তগণ্ডবিম্বাধর
বিম্ব প্রতিবিম্বে চুম্বি দীপশিখা ধায়॥

জিনিয়া অমরাবতী, আ মরি! ধরেছে দ্যুতি
অপূর্ব্ব ফরাসিপুরী কিবা মনোহর!
চন্দন-নগর কিবা চন্দ্রের নগর!!

(৩)

বর্ণিব কি কি বাহার, ধরেছে গঙ্গার ধার
কি শোভা সোপানপংক্তি, যেন কোল পাতি
আপনি জাহ্নবী বসিয়াছে মূর্ত্তিমতী ;
প্রক্ষালি পাতক স্নানে, সহস্র সন্তানগণে
করাইছে স্তনপান—পীযূষ আধার—
সহস্র তরঙ্গবক্ষ করিয়া বিস্তার ॥

(৪)

পীড়কের নাহি দাব, নরে মাত্র ভ্রাতৃভাব
শ্বেতাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গে নাহি বিভিন্ন বিচার।
দিন আসে দিন যায়, তবু হাঁসি খেলি গায়
করদায়ে প্রজা নাহি করে হাহাকার ॥
বিষ্ণুচক্র বুঝি এসে, পড়েছিল এই দেশে
নির্দ্দেশিতে যেথা নাহি কলির প্রবেশ।
দুঃখপ্রপীড়িত জনআশ্রয় এ দেশ ॥

(৫)

বসি গঙ্গাতট পরে, রাকা শশী শিরে ধরে
জাগ্রতে দেখিরে কত রুসোর স্বপন !
নভোমার্গে মন উড়ে, গন্ধর্ব্বপত্তন গড়ে
ভুলিয়ে দুরন্ত (১) দস্যু—দাসত্ব পীড়ন।
কভু পাগলের মত, জাহ্নবীরে যাচি কত
বারেক দেখাতে সেই হৃদয়ের ধন
গিয়াছি যে (২) দুটী হেথা করি বিসর্জ্জন
যাদের এ জন্মে হায়, পাব না দর্শন ! !

(১) এই কবিতা রচনাকালে গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে হাতুয়ারাজ্যে ঘোর ষড়যন্ত্র হয়। শত্রুদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তখন তিনি অবকাশ লইয়া স্বীয় চন্দননগর ভবনে অবস্থিতি করেন। অবকাশান্তে স্বকার্য্যে নিযুক্ত হইবামাত্র ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁহাকে স্থানচ্যুত পর্য্যন্ত করাইয়াছিল। (প্রকাশক)

(২) গ্রন্থকারের মাতার ও পিতৃব্য হাতুয়ারাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ৺ভুবনেশ্বর দত্তের মৃত্যু এইখানেই হয়। (প্রকাশক)

(৬)

শ্রীমন্তের দুঃখ খণ্ডি, রাজ চতুর্ভুজে চণ্ডী
গ্রামদেবী হ'য়ে হেথা, ওমা ত্রিনয়নি !
দুর্গতিনাশিনি ! শুম্ভনিশুম্ভদলনি !
তাই তোর পদতলে, এসেছি লও মা কোলে,
হর মা সুতের তাপ ত্রিতাপহারিণি !
আর্ত্তের আছে কে আর আর্ত্তিনিবারিণি !

সরযূ সৈকতে।

১

ব্যাপিয়া কতই কল্প কল্পান্তর,
ব্যাপিয়া কতই দূর দেশান্তর,
বহিছ সরযূ! ভারত অন্তর!
ঢালিছ পীযূষধারা নিরন্তর।
করিছ জড়েও জীবনসঞ্চার।
তাই মা চরণ সরোজ তোমার
এসেছি দেখিতে সুকৃতিফলে।

২

জানি না জননি! কোন কালে পুরা
কি পীযূষ-ধারা পিয়ে মাতোয়ারা
বাল্মীকির বাণী; জিনিয়ে অপ্সরা—
কণ্ঠনিনাদিত-গীতি-সপ্তস্বরা,
মধুর সঙ্গীতে, মাতাল জগতে।
মিলাল পাতাল স্বরগ মরতে!

নাচাল নক্ষত্রগ্রহে শূন্যপথে,
কাঁপায়ে পয়োধি বিপিন পর্ব্বতে।
হইল অমরা, অমৃতবলে॥

৩

কলিতেও ভবভূতি কালিদাস,
যে শব্দ তরঙ্গে করি পরকাশ,
আঁকিল পূর্ণিমাচন্দ্রিকা প্রকাশ
ভারত-খপটে, শরদ আকাশ,
কেতকী কহ্লার কুমুদ বিকাশ,
চঞ্চরী গুঞ্জন, কোকিল উচ্ছ্বাস,
যার সঞ্জীবন মোহন মন্ত্রে।

৪

আজি মা জননি! অকৃতী সন্তানে
কণামাত্র সেই মকরন্দ দানে,
মাতাইয়া দাও তনু মন প্রাণে,
বাজাইয়া মম হৃদয়যন্ত্রে॥

৫

আগমে শুনেছি তোমার কীরতি
তুমি মা সন্তানে অতি স্নেহবতী।
এসেছিল যবে রঘুকুলপতি
সহ সৌমিত্রেয় আর সীতা সতী,
জটাজূটে বাঁধি পুষ্পিত ব্রততি—
পিতার আদেশে; যেন বা কৈলাসে
শোভে গঙ্গা-বারি, কিংবা শৃঙ্গচারী
ভোগী ভালে জ্বলে মরকতদ্যুতি।
নিবারিলে তারে কত ব্যঙ্গভঙ্গে,
তর তর স্বরে তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গে,
তুলি বীচিমালা সহস্র করে।*

"আদ্ধাপণং রাজপথমপশ্যন্
বিগাহ্যমানং সরযূঞ্চ নৌভিঃ।
বিলাসিভিশ্চাধ্যুষিতানিপৌরৈঃ
পুরোপকণ্ঠোপবনানি রেমে॥" (রঘু ১৪ সর্গ ৩০ শ্লোক)

৬

আবার শ্রীরাম আগমনকালে,
প্রসারি তরঙ্গভুজ সমুত্তালে,
প্রীতি-বিস্ফারিত নয়ন চপলে,
গরবে ফুলায়ে বক্ষ সুবিশালে
ধাইলে ধরিতে সন্তানেরে কোলে,
ফেলিয়া অপর জননী পরে ॥†

৭

সাজিলে আপনি, সাজিয়া কতই
সন্তান সাম্রাজ্যে, সুদূর বাহিয়া
কত জলযানে ঋদ্ধি সর্ব্বময়ী।
ধরণীরে করি ভূরি শস্যময়ী
রামরাজ্যে শোভি হাসিলে সুখে।

---

† "সেয়ং মদীয়াজননীবত্তেন।
মান্যেন রাজ্ঞা সরযূর্বিযুক্তা।
দূরে বসন্তং শিশিরানিলৈর্মাম্
তরঙ্গহস্তৈরূপগূহতীব ॥" (রঘু ১৩ সর্গ ৬৩ শ্লোক)

৮

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা জাহ্নবী ভগিনী
জিনিলে মা ধুয়ে ধরি পা দুখানি
অমর-বাঞ্ছিত, লাঞ্ছিত-ধরণী,
আয়সিত পাপীহৃদে স্পর্শ মণি,
যার ছায়া-স্পর্শে গৌতমী পাষাণী
হল ধন্য নাম্নী পাতকনাশিনী।
দেখা মা! বারেক সে পদপঙ্কজে,
মাখা মা! মাথায় সেই পদরজে,
পূজিছ যা আঁকি নিজ বক্ষ মাঝে
ভৃগুপদ যথা বিষ্ণুর বুকে॥

৯

অযোধ্যাবাহিনি! দেবি ভগবতি!
পাসরি বাহিক ও বারি-মূরতি,
দেখা মা চিন্ময়ি তোর রূপ ভাতি
পরিয়া রত্নের কেয়ূর কিরীটি
মেখলা কঙ্কণ, হীরা মণি মতি—

বিজড়িত ছাতি, শিরে শোভে ছাতি
রত্নাসনে বসি ঝলসি আঁখি।

১০

এবে এ কি ? কেন কমল আনন
(উষায় শশাঙ্ক লেখাটি যেমন)
বিশুষ্ক বিম্লান ? বৈধব্যভূষণ
ছিন্ন ভিন্ন বেশ, এলায়িত কেশ,
রুক্ষ অসংযত, বায়ু সন্দোলিত,
পরিধৃত শুভ্র সিকতা বসন ?
কেন ফল্গু প্রায় ঢাকিছ বদন,
বালুকারাশিতে বল গো দেখি ?

১১

বলিবে কি আর বুঝেছি বুঝেছি !
তোর মর্ম্মব্যথা গাথাটি জেনেছি !
ভাবিছ মা এবে, কি হবে বা বাঁচি,
ভারত-তপন ডুবেছে যদি !

১২

ডুবিয়াছে যদি　চন্দ্রসূর্য্যজ্যোতি,
নিভিয়াছে যদি　অগ্নিকুলবাতি,
শাস্ত্র দরশন,　ঋক্ সাম গীতি,
দেবপিতৃক্রিয়া　বৈদিক আহুতি।
সকলি গিয়াছে　রসাতলে যদি ;
তবে এ শ্মশানে,　শিবারঙ্গস্থানে
বিভীষিকাময়　ভৈরব-নিনাদী
কেন বা জনম　কাটাবে কাঁদি ?

১৩

কেন কাটাইবে ?—কিসের লাগিয়া
পূর্ব্ব কীর্ত্তি শুধু　স্মরিয়া স্মরিয়া,
আপন মরমে　আপনি পুড়িয়া,
কেবল জ্বালাতে　আপনি জ্বলিয়া,
যাহাকে দেখাবে　বদনখানি ?

১৪

না আসিবে কভু　তোর তটে আর,
জানকী শ্রীরাম　লক্ষ্মণ আবার।

যাদব পাণ্ডব, কুরু ধনুর্দ্ধর,
ব্যাস কালিদাস আদি কবিবর,
পূজিতে মা ! তোর পদ দুখানি ॥

১৫

ঘ্যাখ্ চেয়ে ঘ্যাখ্ তোর দু ভগিনী,
সেই সে শঙ্কর জটা-বিহারিণী,
সেই সে কৃষ্ণের কলিন্দ-নন্দিনী
আজি রে আয় সশৃঙ্খলবন্দিনী (১) !
ভগ্ন গ্রন্থি ক্ষত-বিক্ষত (২) ধমনী।
প্লাবিত শোণিতধারায় ধরণী !
কৃতান্তের তরে রয়েছ চাহি !!

(১৬)

যাও তবে যাও, মিলি তিন বোনে,
এসেছিলে যথা হ'তে সেইখানে

(১) গঙ্গাযমুনার উপরে লৌহসেতু।
(২) নহরাদি।

তারিবার তরে ভারত-সন্তানে,
ত্যজিয়া মা* ক্রোড়, অনন্ত শয়নে,
ভুলায়ে ভোলার জটাভোগিগণে,
কমণ্ডলুধারী কমল-আসনে।
সেই পথ ধরি যাও বিসর্জ্জনে।
যাও মা, তোদের ফিরাতে এক্ষণে
ভগীরথ কোন ভারতে নাই!
অথবা এস মা তোদের যতনে,
লুকায়ে রাখি মা জহ্নুর ঠাঁই!!

(১৭)

এস মা এস মা   এস মা আবার;
কৃপা করি পুনঃ   ভুল না আসিতে;
যদি মা! কখন যুগ যুগান্তর,
শুভ শুক-তারা   উদে গো ভারতে;
ঝলসিতে দিক্   জগত মোহিতে,
ছড়াইতে ছটা   নভোমণ্ডলেতে,

*"ইন্দিরা লোকমাতা মা ক্ষীরাব্ধিতনয়া রমা" (অমর)

এস মা ! তখন ভুল না আসিতে,
কুল কুল রবে   গাইতে গাইতে,
তরঙ্গভঙ্গীতে   নাচিতে নাচিতে,
মিনতি করিয়া এই ভিক্ষা চাই ॥

সংসার।

(১)

সংসার ! স্বরূপ তোর কেমন তা বল না ?
ও তোর সুন্দর কান্তি
সবি কি কেবলি ভ্রান্তি !
সবি কি রে মরীচিকা
জীবমৃগবিনাশিকা !
সবি কি পটের চিত্র
ত্রিগুণের লীলাক্ষেত্র !
ছায়াবাজী ভোজবাজী   শুধু তোর তুলনা ?
সংসার !   জগৎ কি রে   শুধু তোর ছলনা ?

(২)

না জানি কি গুণবলে, জীব অভাগায় রে।
ক্রীড়ার পুত্তলি করি
নাচাও কি সূত্র ধরি।
এই হাঁসে এই কাঁদে,
এই হাতে ধরে চাঁদে,
এই পড়ে রসাতলে,
এই সন্তরিয়া খেলে,
আবার তরঙ্গ-তোড়ে এই ভাসি যায় রে!
সংসার! এ মোহমন্ত্র শিখিলি কোথায় রে?

(৩)

শিখিলি কোথায়? কোন্ মায়াবী শিখায়?
কবে দীক্ষা দিল ওরে,
কেন বা শিখাল তোরে
মারণোচ্চাটনবশ্যমন্ত্রের মায়ায়!
রেখেছ জীবেরে যাতে মোহেতে ভুলায়॥
রে সংসার! তোর ঠাঁই,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই,

বল সে নাটের গুরু কোন্ নটবর
মোহিত মায়ায় যার ব্রহ্মা বিষ্ণু হর ?

(৪)

হাসিয়া উড়াও তুমি তার কথা তুলিতে,
"দুর্জ্জেয়" "অনাদি" বলি।
গেয়েছি ও সাধা বুলি,
দেখেছি মিটে না তৃষা তৃষার্ত্তের সে গীতে ;
চাতক-পিপাসা কিরে মিটে সিন্ধু-বারিতে ?

(৫)

জানি, যে কারণ তোর ভয় এত প্রকাশে ;
জানিলে সে তত্ত্বসার,
ছিঁড়িয়া মায়ার হার,
ছাড়ায়ে রাজত্ব তোর
সুখদুঃখচক্রঘোর,
বিহঙ্গ পিঞ্জরমুক্ত উড়ি যায় আকাশে।
না জানি কি দৈববল জীবমাঝে বিকাশে ॥

(৬)

ধন্য সে ইন্দ্রাদি-পূজ্য পুরুষপুঙ্গব রে!
ডুবায়েছে যেই জন
স্বীয় দেহ প্রাণ মন
সে বিভু-চরণতলে
সুষুপ্তি সমাধিবলে;
ফেলিয়াছে ভাঙ্গি চুরি
তোর এ গন্ধর্ব্ব পুরী,
শূন্যে গাঁথা মনোময়ী—অলীক বৈভব রে।
রে সংসার! তারি কাছে শুনিব সে সব রে॥
বুঝিব তোর্ জারি জুরি বড় কর্ত্তাপনা।
ছায়াবাজী ভোজবাজী কুহক ছলনা!

চক্রবাক মিথুন।

"অর্দ্ধোপভুক্তেন বিষেণ জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা"—কুমারসম্ভব।

(১)

বহিছে গণ্ডকী অই করি কুল কুল,
প্রেমের লহরী তুলি, ভাসায়ে দুকূল।
অস্তাচলে গেছে রবি, নীরবে প্রকৃতি দেবী,
পুরুষের সান্ধ্যধ্যানমননে আকুল।
সৈকতে বিরহ শোকে কাঁদে কোককুল।

(২)

রথাঙ্গযুগল ছিল যেমতি দিবাতে,
সচন্দ্র চন্দ্রিকা কিংবা চপলা জীমূতে;
বক্ষে বক্ষ মিশাইয়া,
চক্ষে চক্ষু মিলাইয়া,
দুটি যেন এককায়া
একটি অন্যের ছায়া;

গাইত প্রণয়গীতি গুঞ্জি উপকূল ;
মিশায়ে নদীর ঐ স্বর কুল কুল ॥
উভয়েই এক লক্ষ্যে
সংবাহি একত্রে পক্ষে
উড়িত আকাশে যথা প্রণয়-পাগল ।
সহপতি অরুন্ধতী ভেদি খমণ্ডল ॥

(৩)

সহসা শর্ব্বরী আসি সকোপে বাঁধিয়া
দিল রে দোঁহার আঁখি, কি বাদ সাধিয়া,
অন্ধকারে অন্ধ হয়ে,
প্রেমান্ধ বিহগদ্বয়ে
সন্নিকট সহচরে খুঁজিয়া বেড়ায় ।
আর্ত্তনাদে হৃদয়ের বেদনা জানায় ॥

(৪)

শর্ব্বরি রে ! কিবা তোর নিঠুর হৃদয় !
মিথুন-মূরতি বুঝি নেত্রে নাহি সয় ।

চাঁদেরে হারায়ে তোর
তাই এ বিদ্বেষ ঘোর ?
কিন্তু রে ! বুঝিও বাহ্য আঁখির বাঁধায়
অন্তর-নিহিত-চ্ছবি জ্বলন্ত দেখায় !

(৫)

মূর্খ নরে নাহি বুঝি চায় জড় সুখ।
ধায় তার তরে, সত্য সুখে পরাঙ্মুখ॥
নয়নে নয়ন রাখি,
প্রিয়চিত্র হৃদে আঁকি,
যে সুখ লভ রে পাখি ! থাকি মুখে মুখ,
তার কাছে নয় কিরে ছার স্পর্শসুখ ?

(৬)

পবিত্র প্রণয়চ্ছবি ! আয় পাখী আয় !
আয় তোরে বুকে রাখি ধরি তোর পায়॥
একপত্নী একপতি
এক নহে অন্যে রতি।
যেথা দেখ দুটি দুটি,
চঞ্চুপুটে চঞ্চুপুটি।

বহিছে দাম্পত্য-প্রেম শিরায় শিরায়।
শিখিবে মানবে কবে তোর প্রেম হায়!

(৭)

কেন না করিলি মোরে ওদের একটি?
জিজ্ঞাসি বিধাতঃ, তাই তোরে করপুটি!
ও রূপ আমরা দুটি
চঞ্চুপুটে চঞ্চুপুটি
কালস্রোত সঙ্গে রঙ্গে যাইতাম ছুটি।
বারিতাম কালনিশাদারুণ ভ্রূকুটি॥
শেষ হ'লে পর্য্যটন,
দিইতাম সন্তরণ
মানস-সায়রে, মোরা, কর্ম্মবন্ধ কাটি,
তুলিয়া প্রফুল্ল হৃদে,
চঞ্চুপুটে কোকনদে,
পূজিতাম হরগৌরীচরণ চারিটি।
খেলিতাম তথা ভাসি উলটি পালটি,
দুটিতে একটি, কভু একটিতে দুটি॥

অশোকস্তম্ভ।*

১

কালের কুটিল গতি,
জিনিয়া যে এ জগতি,
গাইছে গম্ভীরে গীতি
"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"
চক্রবর্ত্তী প্রিয়দর্শী কীর্ত্তিস্তম্ভ অই।
ব্রহ্ম-লিপি যেন ভালে
দ্বিসহস্রাধিক কালে
যাহার কপালে জ্বলে
জ্বলন্ত অক্ষরানলে
আজিও আদেশ লিপি যুগান্তর বই।
সে দেশ, সে রাজা, প্রজা সে শাসন কই ?

---

* চম্পারণ জেলায় লৌরিয়া আরারাজের স্তম্ভতলে বসিয়া রচিত।

২

স্তম্ভ রে! গিয়াছে সব,
কিন্তু তোর ডঙ্কারব
আজো রাজে তুর্য্যনাদি
গগণের স্তর ভেদি;
শুনিয়া সমুদ্রনেমি অবনী চকিত।
দেখ রে আজিও ব্যস্ত বিদগ্ধজগত
জানিতেও তোর বার্ত্তা সুচির বিস্মৃত।

৩

কহ স্তম্ভ! কহ কহ,
কত রাজা বাদশাহ,
ঘটনার কি প্রবাহ
কালের প্রবাহ সহ
গিয়াছে বহিয়া, চুম্বি ও চরণতল!
অটল অচল তুই যেন হিমাচল!!

৪

যুগযুগান্তর ধরি
খোদি শিলা বক্ষোপরি,

গাইছ আজিও স্মরি
দিগ্বিজয়ী ধর্ম্ম যারি
কেবা "দেবানাং প্রিয়ঃ" সে শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ ?
কোথা তার রাজধানী ঠাট হাটবাট ?

৫

এমনি আছিল কিরে
ধর্ম্মভাবশূন্য ওরে
তখনও ভারতভূমি
সে রাজা যখন স্বামী !
এমনি ভারতসুত অজ্ঞানতিমিরে ?
অথবা তাদের মাথি পদরজঃ শিরে,
কৃতার্থ মানিত সভ্য গিরীশ মিশরে !

৬

জলদগম্ভীরস্বরে
বিদারি গগনস্তরে,
কাঁপাইয়া থর থরে
পার্শ্ব বটতরুবরে,

বলিল সে ভীমগদা* ভীষণ ভারতী।
স্তম্ভ ভেদি যথা গর্জ্জে নৃসিংহ-মূরতি॥

৭

"কেন রে জাগালি মোরে
আছিনু ঘুমের ঘোরে
সহস্র বৎসর ধরে?
মূর্খ গ্রামবাসী নরে,
পর্ণকুটী বাঁধি মোর ঢেকে ছিল কায়ে
রেখেছিল বট গুরু যতনে লুকায়ে॥

৮

"বল পান্থ! আগে বল,
স্বপ্ন কিংবা ইন্দ্রজাল
দেখিনু যা এতকাল?
সত্যই কি মহাকাল
কবলিত করিয়াছে সে অশোকবীরে?
যে দশা আর্য্যের দেখি, একি সত্য কিরে?

---

* স্তম্ভটি গ্রাম্যভাষায় ভীমসেনের "লৌর" বা লাটিনামে অভিহিত, কনিংহাম 'লৌরের' যে অর্থ করেন তাহা অমূলক।

৯

সত্য যদি, তবে আর
কি শুনিবি কুলাঙ্গার ?
তোরা শূন্য অন্তসার
বলা শুধু বাক্যসার,
তোদের নিকটে যেই প্রাচীন গরিমা
ছাইল মেদিনী, লঙ্ঘি জলধির সীমা ॥

১০

"তোরা রে নির্জ্জীব ধড়ে
থাকিবি সুচির পড়ে,
লৌহশৃঙ্খলের (১) বেড়ি
পরি, শৈলহৃদি ফাড়ি,
আমি কাঁদি ভগ্নচূড়ে (২)
যুগযুগান্তর জুড়ে,

---

১ ধৃষ্ট পর্য্যটকদিগের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য গবর্মেণ্ট স্তম্ভতম লৌহনিগড় বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন।

২ স্তম্ভের চূড়া পূর্ব্বে সিংহাকৃতি সুশোভিত ছিল, এখন তাহা আর নাই।

কিন্তু রে কেহ না নড়ে,
কারো না পালক পড়ে,
দেখ রে পাষাণহৃৎ! বক্ষেতে আঘাত
ক'রেছে আমার এক বিজাতীয় হাত॥*

১১

দেখিতেছি বসি বসি,
গেল গ্রহতারা খসি;
গেল ঘুরি রবি শশী;
গেল কত সিন্ধু শুষি,
গেল রাজা প্রজা খসি
নগর নগরী ভাসি।
কি স্বদেশী কি বিদেশী,
গেল এল কাঁদি হাসি।

* Reuben Burrow নামক জনৈক পর্য্যাটক ১৭৯২ সালে আপন নাম স্তম্ভপৃষ্ঠে খোদিয়া গিয়াছেন, স্তম্ভটীর চূড়া ভগ্ন, পূর্ব্বে সিংহাকৃতি দ্বারা সুশোভিত ছিল। অধুনা লৌহশিকল দ্বারা চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টিত করা হইয়াছে, যাহাতে অবিবেচক দর্শকেরা নামাঙ্কিত করিতে না পারে।

হ'ল রে কতই ভাষী
দেখিনু ভারতবাসী
ভুলিয়া প্রাচীন ভাষা বর্ণও আমার।
তোদের কি নাহি ধিক্, ভাব একবার
উদ্ধারে আমারে নরে লঙ্ঘি পারাবার ?

১২

"দেখিব আরও কত
থাকি বর্ষ শত শত,
অথবা অশোক মত
দেখিব কি রে বিধাতঃ ?
অথবা দেখিব শুধু তাণ্ডব-নর্ত্তন,
সংহারকালীন মহাকালের কুর্দ্দন ?

১৩

"এবে কি শুনাব আর,
আর্য্যসুত কুলাঙ্গার ;
মিছে বার বার কেন,
জ্বালাস্ রে সে আগুন ;

হৃদয়ে দিস্ রে ব্যথা
উঠায়ে পুরাণ কথা,
তোদের শুনান শুধু মাত্র পণ্ডশ্রম।
অশোক সমুদ্রগুপ্ত বিক্রম-বিক্রম॥

১৪

পারিস্ পড়িতে যদি,
দেখ্ রে পাষাণ হৃদি
রেখেছি সুদৃঢ় খোদি,
যে শাসনে সিংহনাদী ;
পাইবি প্রাচীনবার্ত্তা ভাবিবি তখন,
কি ছিল, কি হ'ল, এবে কেন রে এমন

১৫

"দেখিবি তখন, হায় !
জীবে দয়া কিবা হয় !
দয়া ধর্ম্ম কারে ক'য়।
কিবা ধর্ম্মস্রোতে বয়
নগরনগরীচয়।

দ্বিরূপ চিকিৎসালয়,
অবনী জুড়িয়া রয়।
বিহরে বিহগচয়,
মৃগও অকুতোভয়।
তাতারতিব্বতম্লেচ্ছযূনানীযবন,
নতশিরে মেনেছিল দোর্দ্দণ্ড শাসন ॥

১৬

পড়ি পান্থ! যারে চলি, ফেলি অশ্রুজল
গিয়া এ সঙ্কল্প মোর দেশে দেশে বল ॥
যদি ধর্ম্মবীর থাকে
জাগাইতে ভারতকে,
যে বীরকেশরী ধরে অশোকের বল,
সেই যেন শুধু হেতা আসে রে কেবল।
হেরিব তাহারি শুধু বদনমণ্ডল!
শুনাব প্রাচীন কথা তারেই কেবল ‼

কর্ম্ম।

"ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।" (শান্তিশতকম্)

১

কর্ম্ম তোর পায়ে নমস্কার!
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর,
তোর ডরে থর থর;
তোর সম মহাবল কেবা আছে আর?
আব্রহ্মস্তম্বটি দেখ্ তোর তাঁবেদার॥

২

এই যে বিচিত্র বিশ্ব এল কোথা হতে?
কেন বা এসেছে বল কি কাজ সাধিতে?
কোথায় বিশ্রাম লবে,
পরেই বা কিবা হবে,
এই প্রহেলিকা শাস্ত্র না পারি বুঝিতে,
অনাদিকারণ তোরে বলে এক মতে॥

৩

তুই রে অনাদি—আদি—অনন্ত কারণ।
কত ঈশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কর রে সৃজন॥

বাড়াও তাদের কত,
খেলাও বালক-মত,
আবার চূর্ণিয়া নাশি
মুখেতে বিকটহাসি
নৃত্যকালীরূপে কর তাণ্ডবনর্ত্তন।
এই কিরে কর্ম্ম তোর স্নেহের বন্ধন ?

৪

রোধিতে প্রতাপ তব ঈশ্বরো অক্ষম,
দাসবৎ বহে তোর আদেশ নিয়ম।
নিমিত্তকারণ করি
রচ তার হাত ধরি,
পুণ্যপাপ শত শত,
ভেদবুদ্ধি মিছা যত,
সুখী দুখী যোগী ভোগী মরণ জনম
সহিতে শুধুই গালি বিধির করম॥

৫

বালক যেমনি কিনি মৃন্ময় পুতলী,
দু'দিন আমোদ করে তার সনে খেলি॥

কত যত্নপুরঃসরে
বেশ ভূষা তার করে
শোয়ায় বসায় কভু পূজে ফুল তুলি।
পরে খেলা সাঙ্গ করে ভাঙ্গি চুরি ফেলি।

৬

ক্রীড়ার পুত্তলী তোর কোথা সব ভূপ,
রাবণ, নহুষ, বেণু, কৃতান্ত স্বরূপ?
নন্দ আর চন্দ্রগুপ্ত,
অশোক সমুদ্রগুপ্ত,
বিরাজে আজিও যার শিলালিপিস্তূপ?
এখন বল রে কই,
সেকেন্দর দিগ্বিজয়ী
দরায়ুস, সাইরস্
সিসোস্ত্রিস জুলিয়স্
গুস্তাস্প্ ক্যাম্বাইসিস্,
কনিস্ক সেমিরেমিস্,
জেঙ্গিস তৈমুর আর,
সে.নেবুক্যাড্নেজার

মামুদগজনি, ঘোরি,
খিলিজী, শিবজী-অরি, *
আকবর, জাহাঙ্গীর,
আব্দালি, নাদির বীর,
ফ্রেডেরিক, হ্যানিবল
বোনাপার্ট কোথা বল
নির্দ্দয় ক্রীড়ক! এবে
খেলা সাঙ্গ হলে, সবে
চূর্ণিয়া করেছ সাৎ অতীতের কূপ!
তারা কি জানিত কভু হইবে এরূপ?
অনন্ত কালের গর্ভে দেখ রে এখন,
শত্রু মিত্র সবে করে করবিমর্দ্দন॥

৭

প্রাচীন মিসর কোথা, কোথা ব্যাবিলন?
কোথা প্যালিষ্টীন্, কোথা ইরান্ তুরান্?
ফিনিক্ সিরিয়া হায়!
মোসিনো, টুনিস্, ট্রয়!

* আরঙ্গজেব।

টায়ার, সিডান্‌, রোম্‌,
সে দিল্লী, জেরুজিলম্‌,
তোর বলে আজি সবি গন্ধর্ব্বপত্তন।
কে জানে উদিল কেন হ'ল বা পতন !!
কোথা সে মানব জাতি,
টলাইল বসুমতী
হূণ, শক, গ্রীক্‌, গল, ইজ্রেল, রোমন্‌ ?
এবে কারা শুকতারা ঝলসি গগন
উদেছে ফরাসি রুষ ইংরাজ-জর্ম্মণ
যাদের দাপটে কাঁপে শক্র হুতাশন ?

৮

হায় ! মদদর্পে দেখ মানবের মন
বুঝিল না কোন মতে এতেও এখন।
ভাবিল না একবার
ক্রীড়নক আমি কার।
কেবা নাচাইছে মম দেহ অচেতন ?
কেন "আমি" "আমি" করি—নিমিত্ত কারণ।

হাসে বহুভোগা। তুমি হাসে মৃত্যু যম,
শুনি মানবের বুলি "অহম্" "অহম্" ॥

৯

ঐ দেখ কত যত্নে কাটি তোর জাল
জীবন্মুক্তেরো নাহি ঘুচিল জঞ্জাল।
প্রারব্ধের তাড়নায়
জর্জ্জরিত তনু হায়!
গণিতেছে দেহপাত হবে কোন কালে।
কুলালচক্রের এই ভ্রমণ ঘুচিলে ॥

১০

তুই মায়া!—অঘটনঘটপটীয়সী!
তোর বলে ভ্রষ্টা সাধ্বী, সতী পাপীয়সী ॥
ভিখারী সম্রাট্ কোথা'
সম্রাট্ লুটায় মাথা,
অটবী নগরী, গিরি সিন্ধুতলবাসী!
নগরী অটবী হয়, ঘৃণিতা প্রেয়সী ॥

১১

ঐ যে বীজটি পরমাণুর আকার,
বলত কীটানুকীট করে ছারখার।
কর্ম্ম রে প্রকাশি তাহে,
শাখাময় মহীরুহে,
কর পত্রফলে কত জীবের আধার,
ঝঞ্ঝাবাত সহ কভু মল্লযুদ্ধ তার।
রে নিঠুর! তোর বল,
অক্ষম কিসেতে বল?
তাই বলি মহাবল! পায়ে নমস্কার।
ত্রিভুবনবিমর্দ্দক! পায়ে নমস্কার॥
রে কর্ম্ম চণ্ডাল! তোরে ভূয়ো নমস্কার॥

হিমালয়-দর্শন।

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥" কুমারসম্ভব

১

ছাখ্ রে নয়ন মেলি,
ছাখ্ রে কেমনে মিলি,
প্রকৃতির সুতগুলি
প্রসূতির ক্রোড়ে কেলি
করিছে, গাম্ভীর্য্যধৈর্য্যমাধুর্য্য হেথায়!

২

সমাধিমগন যেন
মূর্ত্তিমান্ মহেশান
বাঁধি স্থির বীরাসন,
আপনা আপনি লীন।
প্রেমাশ্রু সহস্র ধারে ঝরে ঝরণায়॥

৩

উদ্গারি অনলপান,
জিহ্মগামী বাষ্পযান
ঊর্দ্ধফণা বিস্তরণে
ভীষণ ভুজঙ্গস্বনে
বেষ্টি কটিস্কন্ধশির দেখ দ্রুত ধায়

৪

তুঙ্গ শৃঙ্গশিরে কোথা
চুম্বি তরুরাজি মাথা
হৈমকীটবিমণ্ডিতা*
শোভে বিলম্বিতা লতা
জটাজূটে ভোগী যেন মাণিক্য মাথায় ॥

৫

কুসুম তুষারস্তরে,
দিগাঙ্গনা পূজে হরে।

---

* পাহাড়ীগণ যাত্রীদিগকে যে সুবর্ণরঙ্গের কীট বিক্রয় করে।

সিঞ্চি মন্দাকিনীনীরে
নানাবিধ পুষ্পাসারে
বনদেবী স্মিতে পূজে পার্ব্বতীর পায়

৬

বুঝিবা কৈলাস পুরী
ঐ রে ধবলগিরি ;
বালারুণ শিরে ধরি
ধরেছে কি শোভা মরি !
এমন অতুল শোভা আছে কি ধরায়।
ধন্য রে বিধাতঃ ! ধন্য তোর রচনায়॥

৭

ভাররজ্জু পরি ভালে
কিবা গজরাজ-চালে,
লেপ চা রমণী চলে
পীঠে বেণীভার দোলে
কিন্নরী-নিন্দিত-কণ্ঠে পথে গাহি যায়।
কন্দর ধ্বনিত গীত চরে সান্ধ্য বায়॥

৮

দেখ কাল শৈলমালা
মেঘ সনে করে খেলা ;
যেন বা তড়িদ্‌বালা
করে লয়ে বরমালা
সুন্দ উপসুন্দে দ্বন্দযুদ্ধেতে বাধায়।

৯

সহসা তুষারাবৃত
হইল দেখ জগত।
যে দিকে ফিরাই আঁখি
কেবল এই রে দেখি
অনন্ত খখণ্ডখসি গড়াগড়ি যায়!
অথবা বুঝি রে সান্ত অনন্তে মিশায়!!

১০

আবার দেখ রে তলে,
ঢালি বারি সুশীতলে
দূরে ঘন বনমূলে,
মরি কি কালিমা ছলে

পদতল ধুই অই ভোগবতী ধায়।
একাধারে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হেথায়!

১১

বিধাতা ব্রহ্মাণ্ডে বুঝি
চিত্রপটে আগে সৃজি
দেখিতে কেমন তাহা
একাধারে হয় আহা!
এই চিত্রে অগ্রে আঁকে প্রেম-তুলিকায়!

১২

কেন রে বিধাতঃ তবে
থাকিতে বিপুল ভবে
কত দেশ সন্নিবেশ
কি বুঝি ঝুলালি শেষ
এহেন অপূর্ব্ব চিত্র ভারত গলায়!

১৩

কেন না ঢাকিলি হিমে
ভূষালি ভারতভূমে

যদি হেন বিভূষণে,
কেন না এ হেন ধনে
গভীর সাগরগর্ভে রাখিলি লুকায়ে
ছিল যথা পুরাকালে শক্রবজ্র-ভয়ে ?

১৪

যদি না করিলি হেন,
না করিলি তবে কেন
পর্ব্বত কন্দর তার,
কানন পুলিন আর,
মুক্ত মুনি ঋষি সিদ্ধ সাধক আগার ?
বহিত যজ্ঞের ধূম সহিত তুষার।

১৫

দেখিতাম সামগানে
নিশ্চল নিস্তব্ধ মনে
স্ফুরিত নয়নে শুনে
হরিণশাবকগণে
ত্যজি জলপান, প্রতি ঝরণার পাশ
মুখে দূর্ব্বাগ্রাস, হৃদে অদ্ভুত ত্রাস॥

১৬

ঝরণা ঝর্ঝর স্বনে
মাতায় গহন বনে
কূজিত বিহগগণে ;
বসিত নির্ভয় মনে
জটাজূটধারী কোন ঋষি শিরোপরি !
অথবা নিবারকণা খাইত বিচরি !

১৭

রে বিধাতঃ ! কেন ভুলি
চন্দ্রেতে কলঙ্ক দিলি ?
কেন হেন না করিলি ?
তাই জিজ্ঞাসিয়ে বলি
কি কপালদোষে এই ভাগ্যবিপর্য্যয়
হ'ল হিমাচল হেন বিলাস-আলয় ?

মাতৃশোক।

"মাতৃভিশ্চিন্তমানানান্তে হি নো দিবসা গতাঃ"

উত্তররামচরিত।

(১)

আয় বীণে! তোর সনে মিলাইয়া বাণী
কাঁদিরে হৃদয় চিরে,
গাইরে পরাণ ভরে
স্মরিয়ে মায়ের স্নেহমাখা মুখখানি
দেখিব না ভুলিব না আর যা' কখনি॥

(২)

অশ্রুজল! যত পার লহরী তুলিয়া
এস এবে, গণ্ড বক্ষ দাও ভাসাইয়া।
পূজিব মায়ের পদে
তুলি হৃৎকোকনদে
তবোদকে আগে লব সে দুটি ধুইয়া
তাই এত দিন তোরে রেখেছি রোধিয়া॥

(৩)

ফেলি নাই, অশ্রো তোরে জানত তখন
গীতা শ্রীমুখের বাণী
তার মহাবাক্য শুনি
নশ্বর শরীরে ত্যজে জননী যখন।
পুত্রের কর্ত্তব্য স্মরি
হৃদয় সুদৃঢ় করি
ভাবিনু হারাব কাজ করিলে ক্রন্দন!
কাঁদিবার কাল আছে পড়ে আজীবন!!

(৪)

নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব ঈশ্বরে
বল দেখি কে দেছে সংসার মাঝারে?
নির্গুণ সগুণ হয়ে
ভূমে অবতার লয়ে,
যে যে লীলা করি গেলা তাই দেখি ধরে
সাধক ভকতবৃন্দে সেই পরাৎপরে॥

(৫)

লভিয়া নির্ব্বাণ মাগো ! তুমিও তেমতি
অগোচর চক্ষু-কর্ণ-ইন্দ্রিয়-প্রতীতি ;
অহরহ কিন্তু মা যে
জাগিতেছ হৃদি মাঝে
উঠিলে বসিলে শু'লে যেথায় যেমতি
সর্ব্ব ঠাঁই মনশ্চক্ষে নিরখি মূরতি ॥

(৬)

এ কিরে অদ্বৈতবাদ, যেথা যেথা যাই
সেইখানে সে মূরতি দেখিবারে পাই।
মনোময় এ সংসার*
বেদান্তবচনসার
যদি তবে, কেবা বলে মাতা মোর নাই ?
মনোময়ী মাকে মোর হেরি সর্ব্ব ঠাঁই ॥

(৭)

ঐ যে কি শু'নলাম অরূপিণী বাণী !
জলদগম্ভীরে মোরে বলিল বাখানি।

*"অতঃ সর্ব্বস্থ জীবস্থ বন্ধকৃন্মানসং জগৎ" পঞ্চদশী।

"ভাব দেখি, বাছা মোর
মাতৃরূপে কেবা তোর
ছিল যার লাগি, বৃথা এ রোদনধ্বনি ?
দেহ ত এসেছি রাখি, দেহী নিত্য আমি,
কেন তবে কাঁদ মায়ামোহবশে ভ্রমি।"

(৮)

পূজিয়া সে আদি-ঋষি (১) ভগবদ্বিভূতি (২)
ভূতভবিষ্যৎসাক্ষী আত্মযোগে রতি ॥
দেখিয়া সে পরাবরে (৩)
হৃদিগ্রন্থি ভিন্ন করে

---

(১) "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।" শ্রুতিঃ

আদৌ যো জায়মানঞ্চ কপিলং জনয়েদৃষিং। প্রসূতং বিভৃয়াদ্-জ্ঞানৈস্তং পশ্যেৎ পরমেশ্বরম্"

(২) "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" গীতা

(৩) "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" শ্রুতিঃ

গ্রন্থকারের মাতা গঙ্গাসাগর তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন-পরেই পরলোকপ্রাপ্তা হয়েন। (প্রকাশক)

ছিন্ন করে কর্ম্মডোরে লভিলে মুকতি
যেমতি গো জাহ্নবীর সাগরসঙ্গতি ॥

(৯)

চরণসরোজে, মাগো ! এ ভিক্ষা কেবলি,
যদি মা সন্তানে ছাড়ি এ বাদ সাধিলি,
ঘুচাইলি একেবারে
হায় এ জনম তরে
প্রাণপোরা বুকভরা সাধের "মা" বুলি,
যেন কোন জীবে তবে আর না "মা" বলি ॥

(১০)

অথবা জনম যদি পুনঃ কর্ম্মবশে লই
তোমারি কুক্ষিতে জন্মি যেন আমি পূত হই ;
হৃদয় ভেদিয়া তবে, ডাকিয়ে মা ! আর্ত্তরবে
প্রাণের এ জ্বালা মোর "মা বলি মিটায়ে লই।
যে কয়টা দিন ভবে, এ নশ্বর তনু রবে,
যেন মা, আনন্দময়ি ! হৃৎসরোজে তোরে পাই
এস, ব্রহ্মস্বরূপিণি ! তোমাতে মিশায়ে যাই !
"কারণেই কার্য্যলয়" প্রত্যক্ষ করিতে পাই ॥

কনিষ্ঠ-বিয়োগ।

(সর্ব্বকনিষ্ঠ ৺সত্যেন্দ্রনাথের পরলোকগমনে)

(১)

প্রাণের দোসর ভাই! আয় পিব১ আয়,
বারেক বুকেতে এসে ডাক্ মেজদায়!
দেখ ছোট মাতা মোর, দেখ রে কলত্র তোর,
আর্ত্তনাদ করি হায়! পাষাণ ফাটায়,
নির্দ্দয়! আয় রে আয় একবার আয়!!

(২)

গর্ভে ধরি সহি বালবৈধব্যযন্ত্রণা
পালে এতদিন তোরে, তার কি যাতনা
ছাখ রে নিঠুর তুই, ছাখ একবার ভাই!
মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা যায় কপাল ফাটায়,
শিলায় আছাড়ি মাথা মৃত্যু-কামনায়!!২

(১) ৺সত্যেন্দ্রনাথের ডাক নাম। (প্রকাশক)

(২) পুত্রশোকাতুরা মাতা একবৎসরেই যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি গ্রন্থকারের কনিষ্ঠা পিতৃব্যা ছিলেন এবং তাঁহাকে পালন করেন। (প্রকাশক)

(৩)

জীবন সমান তোর সন্তান সন্ততি
ভাথ রে হয়েছে শোকে মলিন মূরতি।
অতি শিশু তবু তারা, বুঝিয়াছে পিতৃহারা
হইয়াছে, বৃদ্ধ সম কাঁদিয়া ভাসায়!
দ্বিগুণ যাতনা জ্বলে হৃদি দেখি তায়॥

(৪)

কে পূজিবে বল এবে তোর শৈলেশ্বর (১)
জীবন ভাবিলি যারে ডাকি বারম্বার।
আঁধার জাহ্নবীতীর, আঁধার রে সে মন্দির,
আঁধার ভবন তোর, সবি রে আঁধার!
শুকতারা সম যথা করিতে বিহার!!

(৫)

স্বল্পভোগী ছিলি তুই সংসারে সন্ন্যাসী।
নাহি ছিল উচ্চ আশা, সদা অভিলাষী
পাইতে পরমপদ, মর্দ্দিয়া যৌবনমদ

(১) ৺সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ।

ধরিলি অমৃতপথ, খেলা ধূলা নাশি।
জগতে কাঁদায়ে গেলি নিজে গেলি হাঁসি !!

(৬)

জননীচরণামৃত পীয়ে বারে বারে,
গুরুর পাদুকা শিরে ডাকি শৈলেশ্বরে,
ভাঙ্গিলি সংসারকেলি, ডঙ্কা মেরে চলে গেলি
সাধিয়া স্বকাজ শীঘ্র তরুণ বয়সে।
যথা উল্কা ক্ষণ তরে বিকাশে আকাশে ॥

(৭)

জানি কিরে, যবে আমি ত্যজি তোর পাশ
আসিনু গলায় পরি গোলামির ফাঁশ,
আর এ জনম তরে, পাব না দেখিতে তোরে !
তা'হলে নয়ন ভরে, দেখি লইতাম !
দু-চারি প্রাণের কথা খুলি বলিতাম !!

(৮)

বলিতাম, জিজ্ঞাসিয়ে ভাই রে আমার
ছাড়িলে এ ছার তনু অসার সংসার
পাব কি দেখিতে তোরে, বল ভাই, বল ওরে ?

দিবি কিরে দেখা মোরে সমাধি-স্বপনে ?
বলিবি আছিস্ তুই কোথায় কেমনে ?

(৯)

জানি আমি শব্দব্রহ্ম, শব্দেতে মিশায়ে
আছিস্ এমন কোন অপূর্ব্ব আলয়ে।
শব্দেরে আশ্রয় করে, তাই আমি ডাকি তোরে
শব্দময় তনু ধরে, একবার আয় !
সমাধিস্বপ্নেও ভাই একবার আয় ॥

(১০)

আয় রে, মেজদা বলে আয় কোলে আয় !
আয় তোরে বুকে লই চুম্বিরে মাথায় !
প্রিয়তম ছোট তুই, তোহারে হারায়ে ভাই
আঁধার আগার মোর আঁধার সংসার !
আঁধারে আলোক করি আয় একবার !!

কোন আত্মীয়ের বিয়োগে *

রাহুতে গ্রাসিলে শশী, আবার উদয়ে হাঁসি
আর কি শরৎশশী হাসিমুখে আসিবে ?
আবার দেখিব ফিরে ! সে চন্দ্রবদন হেরে
সরসী† কুমুদমুখ বিকাশিয়া হাসিবে ?
আবার কি দিবে দেখা, আবার কি সুধামাখা
মুখে "দাদা" "দাদা" ধ্বনি শ্রুতি মোর তুষিবে ?
নয়ন-চকোর মোর হেরিতে তা ধাইবে !
উন্মত্ত মাতঙ্গ রাহু, বেষ্টিয়া করাল বাহু
শরত মৃণালে হায়, লয়ে গেছে ছিঁড়ি !
সরসী সরোজ দলি কলিটিও পাড়ি !
চির অস্তমিত শশী, বুধেরও আধ হাঁসি

---

* দশঘরার জমিদার ৺শরচ্চন্দ্র বিশ্বাস গ্রন্থকারের শ্যালীপতি ছিলেন। বসন্তরোগে তাঁহারও একমাত্র শিশু সন্তানটির একমাস মধ্যেই মৃত্যু হয়। (প্রকাশক)

† গ্রন্থকারের শ্যালীর নাম। (প্রকাশক)

ক্ষণপ্রভা মত হায়, গেছে শূন্যে মিশি।
কিংবা উল্কাপাত সম দিগন্ত ঝলসি!
পতি-পুত্র-বিয়োগিনী, হায়! আজি অনাথিনী
রোহিণী লুণ্ঠিতা ভূমে নক্ষত্রচ্যুতা হ'য়ে।
কাঁদে তারারাজি আজি, পাষাণ ভেদিয়ে!
ভাঙ্গিল সংশ্রয়দ্রুম, সুবর্ণবল্লরী সম
সরসী সতীর মুখ শুকাইল এ ভবে!!
আর না শরত-শশী হাঁসি মুখে আসিবে!!

শিশু।

(সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী-কবি বিক্টর হুগোর "লাফাঁর" বঙ্গানুবাদ

মরি রে! সংসার মাঝে কি আনন্দ ছুটিল
প্রথম রোদনে যেই শিশুটী জনমিল।
মধুর চাহনি ফুটি, আলোক বাহিরে ছুটি
আলোকিত সর্ব্বনেত্র করে প্রভা শীতলে।
প্রসূতি লইয়া কোলে ভুলে দুঃখ সকলে।
হৃদয় যাহার মরু, চিন্তায় কুঞ্চিত ভুরু,
দেখি শিশু হাসিমুখ, তারো চিত-আকাশে
চকিতে চপলা খেলি সুখবারি বরিষে।
তোর হাঁসি কি সুন্দর! মরি, আধ আধ স্বর,
ঐ সুকোমল মন, ছল-কপটতাহীন
আরও রোদন ক্ষণনিবারণশীল রে
হেরি যত তত শিশো চুম্বিও কপোল রে।
হই আত্মহারা কোন শক্তিবলে বল রে!
হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপতি! এই ভিক্ষা করি রে

ক্ষমিও অধম নরে, যাচি পদ ধরি রে
পিঞ্জর বিহঙ্গহীন, কুসুমবিহীন বন,
শশী তারা বিনা নিশা, ধ্রুবতারা বিনা আশা,
বিহীন মধুপ পাঁতি মধুচক্র আর রে,
অথবা বালকশূন্য আঁধার আগার রে,
যেন প্রভো কভু কোথা নাহি হয় দেখিতে।
এ আশিষ কর সদা জগদীশ জগতে।

বিদ্যাপতির ভণিতাবলম্বনে রচিত।

(১)

সজনি লো! ভাল করি দেখা নাহি হ'ল!
মেঘমালা সনে, তড়িত লতা জিনে,
হৃদয়ে শেল বিঁধি গেল।
আধ আঁচল খসি, আধ বদনে হাঁসি,
আধ সে নয়নতরঙ্গ।
আর উরজ মরি! আধ আঁচলে হেরি,
আধ অধরে স্ফুরে ব্যঙ্গ।
ভ্রূভঙ্গে কন্দর্প ধনু, সেই সে সুতনু তনু,
লতা জনু ললিত লবঙ্গ!
নিতম্বে মেখলা হারে, চক্রীকৃত চাপে করে,
টানে জ্যায় আকর্ণ অনঙ্গ॥
দশন মুকুতশ্রেণী, বিম্বাধরে সৌদামিনী,
প্রকাশিয়া মৃদু মৃদু কয়।
এ অতৃপ্ত নেত্র কহে, অন্তরে এ দুঃখ রহে,
হেরি যত সাধ না মিটায়॥

২ ক।

চমরী কবরীভয়ে, গুহা নিল দ্রুতপায়ে,
মুখভয়ে চাঁদ মেঘে পশে।
চঞ্চল নয়ন দেখি, হরিণী মুদিল আঁখি,
দৃষ্টি দেখি লাজে তারা খসে॥
ভ্রূভঙ্গে ভ্রমরচয়, উড়িয়া আকাশ লয়,
অধর বিম্বেরে উপহাসে।

---

(১) সজনি লো ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে তড়িত লতা জনু হৃদয়ে শেল দেহি গেল॥
আধ আঁচল খসি, আধ বদনে হাঁসি, আধই নয়নতরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচল ভরি তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
(বিদ্যাপতি)

(২ ক) "কবরীভয়ে চামরী গিরিকন্দরে
মুখভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়নভয়ে স্বরভয়ে কোকিল"
(বিদ্যাপতি)

এই ভণিতা অনুসারে পাঠ্য।

দেখি কর্ণে স্বর্ণ দুলে, প্রজাপতি ডিম্ব ফেলে, *
পাখা মেলে উড়িল আকাশে।
মুকুতাদশন হেরে, বেল ফুল কলি ঝরে,
নাসিকা নোলকে ঊষা আঁশু।
সুঠাম কণ্ঠের রাগে, হেরি জ্বলি পুড়ি রাগে,
কলাক্ষয় করিল সুধাংশু।
হেরিয়া মৃণালভুজ, ত্যজি তট হংসরাজ,
মাঝ সরোবর জলে ভাসে।
কোমল অঙ্গুলিগুলি, হেরি নিজ মুখ খুলি,
আর না রজনীগন্ধ হাসে।
কনক উরজ দেখি, সুপক্ক বাতাপি† শুখি,
ডাল ভাঙ্গি ভূমিতে গড়ায়।

---

* পাঠকমহাশয়! করবীতরুর পত্রে বা বদরিকা পত্রে বিন্দু রজত বা হেমবর্ণের দুলাকার প্রজাপতি ডিম্ব দেখিয়া থাকিবেন। উড্ডীয়মান প্রজাপতির সহিত রমণীকর্ণের তুলনাও কি নূতন নহে?
(প্রকাশক)

† পাঠকমহাশয়! ইহা নৈষধের "মালুরফলং পচেলিমং" অপেক্ষা স্বাভাবিক বর্ণনা কি না? (প্রকাশক)

নিশ্বাসে মলয়-বায়, উজান বহিয়া ধায়,
স্বরে পিক পাপিয়া না গায়।
পলাল সকলে ওরে! বরনারী হেরি তোরে,
কারে বল্ তোর ভয় লাগে?
ব্যর্থ হ'ল পঞ্চশর, দেখি ভয়ে থর থর
ফেলি ধনু মদনও ভাগে!

৩ খ।

নবনীবদনী ধনী বচন বলিছে হাসি
অমিয় বরিষে যেন আকাশে শারদ শশী।
চলিছে ঠমকি যেন রাজহংস জিনি গতি!
চাহিছে চমকি যেন হরিণনয়নাকৃতি।
কজ্জলে কটাক্ষ যেন বারিদে বিদ্যুতদ্যুতি,
অথবা সাপের শিরে জ্বলিছে মাণিকজ্যোতি;
দুলিছে শ্রবণে দুল, গণ্ডদেশে চুমি ঘনে
তড়িত প্রকাশে যেন রাঙ্গা মেঘে ক্ষণে ক্ষণে।

(৩ খ) "নমুঞা বদনী ধনী বচন কহসি হসি
অমিয় বরিখে জনু শরদপূণিমশশী" (বিদ্যাপতি)
এই ভণিতা অনুসারে পাঠ্য।

সিঁথিতে সিন্দূররেখা যেন কাল শৈলগলে
মন্দাকিনী জলে বহি রক্তজবাদল চলে।
কপালে চন্দনবিন্দু কিবা ধ্বক ধ্বক জ্বলে!
হরের নয়ন যেন মদনভসম কালে।
ভুরুযুগ মাঝে টিপ হেন যূথপতি পাছে
ভ্রমিছে ভ্রমরা পাঁতি কমলনয়ন কাছে।
কাঁদে রে কুসুমধনু নিজ পরাজয়লাজে
বসনে লুকায়ে মুখ দোলিত নোলক ব্যাজে।
মৃণাল-যুগল-ভুজে, মৃণালিনী কর-হেরি
আরক্ত নয়নে রবি কাঁদি চলে অস্তগিরি।
স্তনদ্বয়ে স্তোক নম্র তনুটী কটির পরে,
যেন রে বাতাপী তরু পক্ক ফলভরভারে।
অমৃত ক্ষরিত চারু চরণ চাঁদের তরে,
রাহুভয়ে বিধি বুঝি অলক্ত পরিখা ঘিরে।
চরণ নখের পাঁতি তারারাজি শোভা ধরে
শরদ-আকাশে শশী ছায়াপথ হার পরে!
কে যায়, কে যায়, ঐ সঞ্চারিণী হেমলতা
শ্যামমনোবিমোহিনী ধাতার প্রথম সুতা!

৪ খ।

কে কহিবে বল সখি শ্যাম কবে আসিবে ?
বিরহপয়োধি মোর পার কি রে হইবে ?
এখন তখন করি, কত যে দিবস হরি !
দিবস দিবস করি মাস কত যাইবে ?
মাস মাস করি, বছর যাইল সরি,
আশা বন্ধ আর কত হৃদয়েতে ধরিবে ?
বছর বছর করি, তার পথপানে হেরি
এতদিনে তার আশা শেষে কি রে ত্যজিবে ?
সুধাংশু-কিরণে হায় ! নলিনী পুড়িয়া যায়,
মধুমাস তবে তার কিবা ত্রাণ করিবে ?
যদি তপ্ত-দিবাকরে, অঙ্কুরে পুড়ায়ে মারে,
বারিদ-বারিতে তার তখন কি হইবে ?

(৪ খ) "সজনি কো কহ আওব মাধই
বিরহপয়োধি পার কিরে পাওব
মঝু মনে নাহি পতিয়াই" (বিদ্যাপতি)
এই ভণিতা অনুসারে পাঠ্য।

যৌবন-মুকুলকালে, বিরহে শুকায়ে গেলে
কিবা দিয়া বল সেই প্রিয়পাদ পূজিবে ?
হরি হরি ! হত বিধি কত বাদ সাধিবে ?
সিন্ধুর নিকটে থাকি, কিন্তু রে চাতক পাখী
হ'য়ে কণ্ঠ শুকাইল কে পিপাসা দূরিবে ?
এ পোড়া কপালদোষে, সুরতরু বাঁঝা ঘোষে
শ্রাবণের ঘন নাহি বারিবিন্দু বরিষে !
চন্দন সৌরভহীন, চিন্তামণি গুণহীন,
শশধর খরতর অগ্নিবাণ বরিষে !
গিরিধর আর তবে বল কেবা সেবিবে ?
আর সে নিঠুরশ্যাম-প্রেম কেবা যাচিবে ?

৫ ঘ।

ব'লো সখি ! বুঝাইয়ে তারে।
যত্নে কত করে নিজ, রোপিয়া প্রেমের বীজ

(৫ ঘ) "সজনি ! কানুকে কহবি বুঝাই
রোপিয়া প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঁচব কোন উপাই।" (বিদ্যাপতি)

মুড়াইল আপনি অঙ্কুরে ?
তার প্রেম বুঝিনু এবারে !
জলোপরি যথা হায় ! তৈলবিন্দু ভাসি যায়,
সেই সম তার অনুরাগ !
যথা বারি সিকতায়, ক্ষণেতে শুকায় যায়
সেই সম তাহার সোহাগ !
ছিলাম যে কুলবালা, পরিনু কলঙ্কমালা
ভুলি তার বাক্য-প্রলোভনে।
অম্বরে বদন ছাঁদি, আপন মনেতে কাঁদি,
কে বুঝিবে মরম বেদনে ?
পতঙ্গ যেমনি ঝাঁপে, জ্বলন্ত বহ্নির তাপে
তার ফল ভুগিনু এখনে।
আপন করম দোষে, মৃগী যথা পড়ে ফাঁসে,
পড়িনু সে বচন শ্রবণে।
তাহার বিরহানলে, মরিনু পুড়িয়া জ্বলে
তবু তারে ভুলিতে না চাই,
তনু মন হ'ল ক্ষীণ, তবু তার ভাবে লীন
হই হায় ! আপন হারাই।

বোলো তার ধরি করে, এই সে আশিষ করে
তার তরে এমনি করিয়া,
পুড়িয়া পুড়িয়া যেন, এই ছার তনু মন
শেষে তা'তে যায় মিশাইয়া॥

বঙ্গ-কবিকুলমৌলিমণি

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পরলোক-গমনে।

(১)

যাও কবিবর! সেই আনন্দ-আলয়ে
যেথায় শমন কাঁপে শঙ্করের ভয়ে।
যেথা নাহি দুঃখলেশ,
নাহি মায়ামোহক্লেশ,
সুখের সাগরে সদা লহরীর খেলা।
যাও কবিকুলমৌলে! ভাঙ্গি ভবলীলা॥

(২)

ঐ দেখ বাল্মীকি ব্যাস সহ কালিদাস
সঘনে ডাকিছে, যাও তাঁহাদের পাশ।
আছে রত্নাসন খালি,
প্রণমিয়া কৃতাঞ্জলি
তাঁদের চরণরেণু মাখিয়া মাথায়,
দিগন্ত ঝলসি দেব! বস গিয়া তায়॥

(৩)

নীচপশুপূর্ণবনবঙ্গ, রঙ্গভূমি
জানি না কি দেখি ভুলি করিলে গো তুমি!
অন্তঃসারশূন্য যত
জানিতে না বঙ্গসুত?
শোভে কি কপির কণ্ঠে মুকুতার হার!
কেন না জন্মিলে যাই সাগরের পার?

(৪)

তাহ'লে কি জীবনের অবসানকালে,
কমলনয়ন দুটি হারায়ে অকালে,

শুধু উদরান্ন তরে,
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে
বঙ্গের মিল্টন আজি যায় বিসর্জ্জনে!
ধিক্ রে, শতেক ধিক্, বাঙ্গালী জীবনে!!

(৫)

জান ত হে বুধবর! পুরাণ কথায়
সপত্নীসম্বন্ধ হয় গিরায় রমায়।
ভারতী প্রসূতি যার
দারিদ্র্য ভূষণ তার,
নিম্নগা ইন্দিরা করে কুপুত্রে বর্ষণ।
সপত্নীর সুত যে গো বরদানন্দন!!

(৬)

জগতের ইতিহাসে যেই মহাজন
রাখি গেছে খোদি দেখ সুনাম আপন
অনন্তকালের ভালে
জ্বলন্ত অক্ষরানলে।
সকলে কি নহে দেব! পথের ভিখারী?
ভিখারী বলিয়া তারা জগতক্কাণ্ডারী।

(৭)

ভিখারী সে ত্রিপুরারি করিছে তাণ্ডব।
ভিখারী বনেতে রাম, ভিখারী পাণ্ডব।
হরিশ্চন্দ্র রাজা নল,
শাক্যসিংহ কুমারিল
পথের ভিখারী বল বিনা কিবা হয় ?
ভিখারী শঙ্করাচার্য্য করে দিগ্বিজয়॥

(৮)

ভিখারী চৈতন্য করে ভক্তিবরিষণ।
ভিখারী যে খ্রীশু দেয় আপন জীবন।
ভিখারী তুলসীদাস,
দরিদ্র যে চণ্ডীদাস,
দরিদ্র নানক করে বেদান্তমন্থন।
দারিদ্র্য দূষণ নহে দারিদ্র্য ভূষণ।

(৯)

অঙ্কিত সতত স্বর্গ কবি চিত্তপটে।
অর্থ যশঃ সবি তুচ্ছ তাহার নিকটে।*

* "কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে" আলঙ্কারিকের এই উক্তির খণ্ডন।

বলবা কিসের তরে
পাপিয়া বা পিকবরে
আপন মধুর স্বরে গগন গুঞ্জিয়া
মাতায় জগতীতল আপনি মাতিয়া ?

(১০)

তোমার বীণার সেই মধুর ঝঙ্কার
সতত করিবে জড়ে জীবনসঞ্চার।
অভাগা বাঙ্গালী জাতি,
ফিরিলে কালের গতি,
কভু যদি পায় স্থান মানবমণ্ডলে
বুঝিবে তখন তব সঞ্জীবন বলে।
তখন নূতন তানে
ব্যাস কালিদাস সনে
সেই নিত্যধামে করি বীণার ঝঙ্কার
গাহিও ভারতগাথা মোহিও সংসার॥

সমুদ্র দর্শন।

"মুখার্পণেষু প্রকৃতিপ্রগল্ভাঃ-
স্বয়ং তরঙ্গাধরদানদক্ষঃ।
অনন্যসামান্যকলত্রবৃত্তিঃ
পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধুঃ।" কালিদাস

"সাগরকূলে, বসিয়া বিরলে, হেরিব লহরীমালা
মরমবেদনা কব সমীরণে গগনে জানাব জ্বালা॥"

অনন্ত আকাশ উচে
অনন্ত সাগর নীচে
অনন্তে অনন্তে দেখ করে আলিঙ্গন।
অনন্ত তরঙ্গ তুলে
অনন্ত নক্ষত্রফুলে
হে অর্ণব নভঃ! কর কাহার পূজন?
কোটি রত্ন জীবে ধরি
কোটি গ্রহ তারা পরি

নিবেশি বিরোধিগুণে,
একসাথে জলাগুনে,
একাধারে বিষামৃত,
বিভু, কভু ঘটগত,
মূর্ত্তিহীনে শব্দগুণ,
নিশ্চলে তরঙ্গগুণ,
পরম মহৎমান
অণুসম অকারণ,
করিছ কাহার বল এ অনুকরণ ? (১)

---

(১) যত বিরুদ্ধগুণের একত্র সমাবেশ কেবলমাত্র ব্রহ্মেই সম্ভবে যথা "অণোরনীয়ান্ মহতোমহীয়ান্" "তদেজতে তন্নৈজতে তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদুসর্ব্বস্য বাহ্যতঃ।" আকাশ ও সমুদ্রেও ঐরূপ বিরুদ্ধগুণের একত্র সন্নিবেশ উপলক্ষিত হইতেছে। আগুন—বাড়বানল। পাঠক মহাশয়! যদি কখন সমুদ্রতীরে যান, তবে কোনদিন অন্ধকার রাত্রে আপন ভ্রমণ-যষ্টি দ্বারা সাগর-তরঙ্গে আঘাত করিলে বুঝিতে পারিবেন যে শাস্ত্রকারগণ বাড়বানল কাহাকে বলিতেন। বিভু—আকাশ সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু ঘটাকাশ মঠাকাশরূপে সীমাবদ্ধ; আকাশ অমূর্ত্ত পদার্থ হইলেও শব্দগুণান্বিত এবং এক ও গতিশক্তিহীন হইলেও তরঙ্গন্যায় (Vibratory theory) দ্বারা ইহাতে শব্দগুণসঞ্চালন অনুমিত হয়। "পারিমাণ্ডল্য-

বুঝিবা দেখাতে জীবে
অনন্তের ছবি ভবে
আঁকিল তোদের বিধি সমাধিমগন।
প্রকৃতি-পুরুষ দোঁহে করি সম্মিলন!
পয়োধে! সদাই তুমি
অনন্তের ক্রীড়াভূমি।
অনন্ত প্রবাহে তব ভাসে নারায়ণ।
তাই অনঙ্গের মত
হ'লে অঙ্গ ভস্মীভূত
তব অঙ্গে জগন্নাথ মিশালা আপন।*

ভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতম্" অণুপরিমাণ ও পরমমহৎ পরিমাণ উভয়ই কাহারও কারণ নহে। কালিদাসও সমুদ্র বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানম্
স্থিতং দশব্যাপ্য দিশোমহিম্না
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়ম্
ইদৃক্তয়ারূপমিয়ত্তয়া বা॥" রঘুবংশ ১৩ সর্গঃ।

* "Kala Pahar the General of Sulayman karani (the last but one of the Afghan kings of Bengal) on his conquest of the country flung the image (of Jugganath) into the fire and burnt it and afterwards cast into the sea. But

স্বলস্ত দৃষ্টান্তরূপে
দেখাইছ অইরূপে
কিরূপে অসীম শিবে জীব হয় লীন,
ভুঞ্জি নানাবিধ ক্লেশ
ছিঁড়ি কর্ম্মপাশ শেষ,
আবাসে পলায় যথা জালমুক্ত মীন ॥
অই দেখ রক্তিমাভে
তোমার অনন্তগর্ভে
কর্ম্মবন্ধ ছিঁড়ি ডুবে সন্ধ্যার তপন ॥
বহুদূর অভিসারি
তোরে আলিঙ্গন করি
হারাইল স্রোতস্বিনী অস্তিত্ব আপন ॥
পারাবার-পরাবর !
চিদানন্দ রূপধর !
দাঁড়াও সম্মুখে মোর দেখি অপলকে !
মিশাই এ তনুমন মিশি তব বুকে !!

---

it is now "restored" (Jarrett's translation of Ain i Akbari Vol. II p. 128)

Charity.

(Translated from Victor Hugo's '*Charitè*' in French and published during the late famine in India)

O Figure august and modest !
Where hath joined the Power Divine
The angel's part celestial best,
With true mildness feminine.

2

Goest thou in every cot,
And wipe away the poor's woe,
With rice cloth and earthen pot
And courage's fragrance wildly blow.

3

Then, at each corner, find
Benumbed by the wintry frost
The nude infants left behind
In state of stuper ever lost.

4

Go there at once, for love I them,
The tender faces shadowed in distress.
Adorned with triple diadem
Poverty, Innocence, Tenderness.

5

And, if a crowned head per-chance
Found passing by the site,
His stately robe, to catch a glance
Draw gently on that side.

6

Then for them pray again
To multitude obdurate hearts.
Thy prayer ne'er be in vain
At last would melt their better parts.

7

Speak "O, give me for that I give,
I have in nest nude birds to live.
Give sinners, God will pardon you!
Give, O Good! God blesses you.

8

That happiness my zeal imparts
On thy head God will shed,
The wealth which perfumes the hearts
With which a very few is blessed.

9

The true treasure full of charms,
Is indeed to beg for those
Whose cheeks you find in flowing larmes,
And make them smile as blooming *rose*.

Justice

(Translated from and based on Boileau's '*Justice*' in French)

1

Under the Heaven's azure wide
Nothing finer than Justice.
Might's Valour's Bounty's pride
Falls flat on her holy feet to kiss.
All is tinsel, fragile, petty,
Without thee, O Equity !

2

An unjust war which frightens universe,
Which causeless runs among people diverse,
With thundering arms, all ravages
Redening the holy shores of the Ganges
Its vaunted exploits might inspire
A soldier's breast with burning fire.
But judged in Heaven's tribunal
Where, Equity thy laws prevail !

Can ever infernal passion dare
Justify its action clear ?

3

Ye, Mighty Conqueror of the world !
Puffed in glory's banner furled
Know'st thou shalt in nation's eye
Before immortal Socrates die,
Who knew how mild and moderate deeds
Round Justice dance in equal speeds ?

4

Yes, the brilliant virtue for the heart,
The diadem for exterior head,
O Equity, ever thou art !
Thy bounty on the rulers shed !

5

The injustice done for a cherished man
Is either to seduce or please ;
But of these charms the inner man
Is cognisant and ne'er at ease,
So repents the soul unjust
Till body is reduced to dust.

6

O Injustice ! how horrible !
Where probity sinks and rigors rule ;
Doubtless solid honor there resides
Where-e'er on earth verity guides,
And where laws and reasons by words be.
Be mild for others, rigorous be for ye !
To accomplish the good which Heaven
inspires,
Be just at last, nothing like it Sires !

7

O Equity ! the Power Divine !
On India's soil reign supreme.
Dwell in her ruler's heart and shine,
Dispelling creed and color's grim.
Where rulest thou, God rules Himself
No dread there is within and out.
Eternal rule, where livest thyself
Like the Himalayas firm and stout !!

Ruins of palmyr.

By Alex. Dumas.

(Translated & enlarged from French)

The people are passed from the earth we are living
By the breath of time exported turn by turn,
So cities yore, before the new ones rising,
Perish like Adam's bubbling son.

2

The Arabs detached from their mighty hordes
Are mere courtisans now, that go sometimes
To lull their king's sleep with flattering modes
Echoing the Pyramids with their chimes!

3

And thou Palmyr! with noise fatiguing air
Had long called'st thy sons immortal once.;
Now sleep'st in peace and in *silence*,
Covered with shrouds of desert's sandy layers.

Athen's spectre fled from its tomb
Towards its old Parthenon's debris dumb.
Against her oppressors she strikes the chain,
Trying to retrieve her ancient name.

5

Rome is a ruin ! and her servile sons
Who once devoured the ancient world,
Now live to-day redening a town's
Corpse, and chant to the rattle of sword.

6

And when some centuries pass, the number double.
A traveller shall come and speak sorrowful
"Of a great nation, their spectre evoking,
Fair cities, queen was Paris there, once flourishing"

7

Where Hastinapur, where Dilli !
Ayodhya, where, where Patali !
From jungles dense and roaring sea,
The city of Palaces ariseth see !

8

So, as our part is played, the stage is left:
As the bells call, the dropscenes fall
Make room, friend ! for players coming next
To replace us at the Master's call.

9

As new acts played, the scenes do change:
Where mountains reigned there oceans roar ;
Forest with towns their place exchange,
And deserts deck with dalia *fleur*.

10

Therefore, friend ! play best thy part.
Remember well, thou hast to part !
Play, play with an angel's heart,
Sell it up at mankind's mart !

11

Play an angel, not a demon,
To torment or seduce mankind.
To be hissed when thou art gone
Be wept, prayed and praised behind !

Finish.